গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

RECEIVED
MD's Secretariat
Date: 30.3.04
Time: 3.02

নথি নং ৪(৪) ঋণপত্র/মূসক-বাস্তঃ সেবা ও আবঃ/৯৯ / ৫৯ — তারিখঃ ২৫/০৩/০৪ খৃঃ

বিষয় ঃ **ব্যাংকিং সেবার ওপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায় ও কর্তন পদ্ধতির বিষয়ে অধিকতর স্পষ্টীকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ
১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং ৪(৪) ঋণপত্র/মূসক-বাস্তঃ সেবা ও আবঃ/৯৯/২৫৬, তারিখঃ ১০/০৯/০৩ ইং।
২। বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং বিআরপিডি(পি)৭৬০/৩০-২০০৩/৪৫৬৩, তারিখ ঃ ০৯/১১/০৩ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে আদিষ্ট হয়ে জানান যাচ্ছে যে, ২০০১-২০০২ অর্থ বছর পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে শুধু ঋণপত্র সেবার কমিশনের ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আরোপিত ছিল। কিন্তু ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হতে ঋণপত্র সেবাসহ আরো কিছু সেবাকে অন্তর্ভূক্ত করে 'ব্যাংকিং সেবা' শিরোনামে নতুন একটি সেবা খাতের উপর মূসক আরোপ করা হয়। ফলে, ঋণপত্র সেবাকে ব্যাংকিং সেবার অন্তর্ভূক্ত করায় 'ঋণপত্র সেবা' এখন আর কোন পৃথক সেবা খাত নয়। বরং ব্যাংকিং সেবার আওতাভূক্ত বিভিন্ন সেবার মধ্যে এটি একটি সেবা হিসেবে পরিগণিত । 'ব্যাংকিং সেবা' বলতে কোন প্রকার ফি/চার্জ/কমিশনের বিনিময়ে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা, ব্যাংক গ্যারান্টি, ডিডি, পে-অর্ডার, এমটি, টিটি ইস্যু ইত্যাদি সেবা প্রদানকে বোঝানো হয়েছে। ফলে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফি, চার্জ বা কমিশনের ওপর ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করা আবশ্যক।

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং- ১৭১-আইন/২০০৩/৩৭৯-মূসক ; তাং ১২/০৬/২০০৩ এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার ওপর প্রযোজ্য মূসক উৎসে কর্তনযোগ্য করা হয়। উৎসে কর্তনযোগ্য সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা কর্তৃক মূসক আদায় করা আবশ্যক। ব্যাংকিং সেবাকে উৎসে কর্তনযোগ্য সেবার অন্তর্ভূক্ত করায় ঋণপত্রসহ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা অর্থাৎ ঋণপত্রের ক্ষেত্রে আমদানিকারক, ডিডি/পে-অর্ডারসহ অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে ডিডি, পে-অর্ডার ইত্যাদির গ্রহীতা কর্তৃক প্রযোজ্য মূসক আদায় ও কর্তন করার কথা। কিন্তু [illegible] ঋণপত্রসহ অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযোজ্য মূসক আদায় ও কর্তন [illegible] হয়ে আসছে এবং সরকারের উদ্দেশ্যও তাই। ফলে এক পর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থার সাথে বাস্তবে অনুসৃত [illegible] অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। উক্তরূপ অসামঞ্জস্য দূরীকরণ ও বাস্তবতার আলোকে সরকারী রাজস্ব সুরক্ষার [illegible] ব্যাংকিং সেবাকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস, আর ও নং ১৯৩-আইন/২০০৩/৩৮৯-মূসক, তারিখ ঃ [illegible]/০৩ এর মাধ্যমে উৎসে কর্তণযোগ্য সেবার তালিকা বহির্ভূত করা হয়। সে কারনে ব্যাংকিং সেবা এখন আর [illegible]কর্তনযোগ্য সেবা নয়। যে সব সেবা উৎসে কর্তনযোগ্য নয় সে সব সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী কর্তৃক [illegible] সময়ই প্রযোজ্য মূসক আদায়পূর্বক সরকারের কোষাগারে জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর [illegible] সেবাকে উৎসে কর্তনযোগ্য সেবার তালিকা বর্হিভূত করায় এ সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূসক সেবা [illegible] ব্যাংক কর্তৃক আদায় ও সরকারী কোষাগারে অতি অবশ্যই জমা করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকিং সেবার [illegible] কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযোজ্য মূসক আদায়ে এখন আর কোন অসামঞ্জস্যতা বা আইনগত জটিলতা নেই। এ [illegible]সহ ব্যাংকিং সেবার অর্ন্তগত অন্যান্য সেবার উপর প্রযোজ্য মূসক ব্যাংক কর্তৃক সেবা প্রদানের সময় [illegible]পূর্বক হিসাবের কোড নং ১/১১৩৩/০০০০/০৩১১ তে জমা প্রদান করে ট্রেজারী চালানের কপিসহ [illegible] আদায় বিবরণী পরবর্তী মাসের ১০ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সার্কেল সুপারিনটেনডেন্টের নিকট [illegible] অনুরোধ করা হলো।

(হোসাইন আহমেদ)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক- বাস্তঃ সেবা ও আবঃ)
ফোন ঃ ৯৩৩০৩০১